The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVI, 2020 (pp. 185 - 204)
Published in November 2024

আল-কুরআনের নামসমূহ ও নামকরণের কারণ: তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান*

প্রতিপাদ্যসার: মানবজাতির মুক্তর সনদ পবিত্র আল-কুরআন অবতীর্ণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সমাজ ও রাষ্ট্রে জীবন পরিচালনার জন্য চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে পৃথিবীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করে তাঁর উপর আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এটি পৃথিবীর একমাত্র ধর্মগ্রন্থ, যা পরিবর্তণ হয়নি এবং হবেও না। আল্লাহ তা'আলা নিজেই স্বয়ং তা সংরক্ষণ করবেন। এ পবিত্র আল-কুরআনের হেকমত ও মর্যাদাপূর্ণ অনেকগুলো নাম রয়েছে এবং প্রতিটি নাম আল-কুরআনের আয়াত দ্বারা নির্ধারিত। পৃথিবীতে আল-কুরআনের চেয়ে অধিক নাম বিশিষ্ট কোনো গ্রন্থ নেই। নামকরণের দিক থেকে এটি সবচেয়ে অর্থবহ গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থ।

ভূমিকা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থ। যা আল্লাহর তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে। [এরশাদ হচ্ছে, ''تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ এটা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ (সূরা ফুস্‌সিলাত: ০৩)।]'' এ মহাগ্রন্থের অনেক নাম রয়েছে। এদের প্রত্যেকটিই অনন্য মর্যাদার পরিচয় বহন করে। এ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো গ্রন্থ অধিক নামে পরিচিতি পাওয়া যায় না। যা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অনুপম বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র মর্যাদার পরিচয় প্রদান করে। এটি মানব জাতির হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আর কোনো কিতাব নাযিল হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ২৩ বছরের নাবুওয়াতী জীবনে যখন যে নির্দেশ ও উপদেশের প্রয়োজন হয়েছিলো, তখন সেই অনুযায়ী এর আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিলো। এটি পৃথিবীর সমগ্র মানুষের পথ প্রদর্শক। [হিট্টি বলেন- ''The Quran is the most widely read book ever written (History of the Arabs, P.126)]'' আল-কুরআন ১৪৪০ বছর পূর্বে নাযিল হলেও সর্বকালের মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ একমাত্র হিদায়াতের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এর ভাষা, শব্দ-চয়ন, উচ্চারণ-পদ্ধতি, এমনকি লিখন-পদ্ধতিও আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়। এ প্রবন্ধে আল-কুরআনের পরিচিতি, ৬০টি নাম ও নামকরণের কারণ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো।

কুরআন শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ

القرآن (আল-কুরআন) শব্দটি قرأ থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ- تلا বা পাঠ করা। এ অর্থে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- ''إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (ওহীর কথাগুলো) সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। অতপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। এরপর এ ওহীর বিশদ ব্যাখ্যা আপনার অন্তরে উদ্ধৃত করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমারই ওপর (সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৬-১৯)।'' এ আয়াতে القرآن

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

শব্দটি 'পাঠ করা' অর্থে ব্যবহার হয়েছে (আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ৪০২)। কুরআনের পারিভাষিক পরিচিতি প্রদানে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন-

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

''নিশ্চয়ই এটা (আল-কুরআন) জগতসমূহের প্রতিপালক হতে অবতারিত। জিবরাঈল (আ.) এটা নিয়ে অবতরণ করেছেন। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো। অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট 'আরবী ভাষায়। পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে (সূরা আশ্ শু'রা: ১৯২-১৯৫)।'' আল-কুরআনের এ আয়াতে পারিভাষিক পরিচিতি থেকে স্পষ্ট যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সা.)-এর ওপর জিব্রাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে 'আরবী ভাষায় অবতীর্ণ।

যার বর্ণনা অন্যন্য পূর্ববর্তীদের ওপর নাযিলকৃত তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে। অপর আয়াতে কুরআনের পরিচয় সম্পের্কে বলা হয়েছে- إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ، لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ، تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ "নিশ্চয় এটি সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, পুত-পবিত্রতা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্স করবে না, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ (সূরা আল-ওয়াকি'আহ, ৫৬: ৭৭-৮০)।"

আল-কুরআনের নাম ও নামকরণের কারণ

বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ আল-কুরআন অবতীর্ণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানব সমাজে ও রাষ্ট্রে সুন্দর জীবন যাপনের চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন। এ পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ (সা.)কে কুরআন দিয়ে প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ "হে মুহাম্মদ (সা.) আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি (সূরা আম্বিয়া: ১০৭)।" পৃথিবীতে এটিই একমাত্র মূলগ্রন্থ, যা আজও অবিকৃত। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নিজেই সংরক্ষণের ঘোষণা করেছেন- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ "অবশ্যই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর রক্ষক (সূরা আল-হিজর, ১৫: ০৯)।'' পৃথিবীতে আল-কুরআনের চেয়ে অধিক নাম বিশিষ্ট কোনো গ্রন্থ নেই। এটিই হচ্ছে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থ। মুসলমানদের নিকট এর মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই এর পরিচিতি ও নামকরণ নিয়ে তাদের কাছে বেশি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়, যা পৃথিবীর অন্য কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে দেখা যায় না।

আল-কুরআনের অনেকরূপ নাম রয়েছে। 'আলী ইবনু আহমদ হারালী (মৃ. ৬৪৭ হি.) এ বিষয়ে একটি পুস্তিকাও রচনা করেন। তিনি (وأفى أسامیه إلى نیف وتسعین) সেখানে কুরআনের ৯০টিরও অধিক নাম উল্লেখ করেন (আল-বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআন, প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ২৭৩)। কেউ কেউ আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি আসমাউল হুসনার মতো কুরআনেরও ৯৯টি নাম উল্লেখ করেছেন (রাহমাতুল লিল 'আলামীন, খ. ৩য়, পৃ. ২৪১)। আল-জাহেস ও আল-কাযী আবুল মা'আনী 'উযায়যী ইব্ন 'আবদিল মালেক (রহ. মৃ. ৪৯৪হি.) বলেন- سمی القرآن اعلم أن الله تعالى بخمسة وخمسين اسماً ''জেনে রাখো নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ৫৫টি নামে কুরআনকে নামকরণ করেছেন (আল-বুরহান, খ. ১ম, পৃ. ২৭৩)।'' এগুলো হলো-

০১. **আল-কুরআন** (الْقُرْآنٌ): আল্লাহর কালামের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাম আল-কুরআন (الْقُرْآنٌ)। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

"বরং এটা অতি উচ্চমর্যদাসম্পন্ন কুরআন (সূরা আল-বুরূজ, ৮৫: ২১-২২)।" অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে- إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ "নিশ্চয় এটি সম্মানিত কুরআন (সূরা আল-ওয়াক্বিয়াহ, ৫: ৭৭)।"

অনুরূপভাবে অপর আয়াতে বলা হয়েছে- الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ "আলিফ লাম-রা, এগুলো আয়াত মহা গ্রন্থেও, সুস্পষ্ট কুরআনের (সূরা আল-হিজ্‌র, ১৫: ০১)।"

অপর এক আয়াতে এসেছে- وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ "আর আপনি (নবী সা.) যে কোনো স্থান থেকে কুরআন তিলাওয়াত করুন (সূরা ইউনূস, ১০: ৬১)।" সূরা কাফ-এর প্রারম্ভে বলা হয়েছে- ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ''কাফ, শপথ সম্মানিত কুরআনের (সূরা কাফ: ০১)।'' আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

''(ওহীর কথাগুলো) আপনি তাড়াতাড়ি আয়ত্ব করার জন্য ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে নিজের জিহ্বাকে সঞ্চালন করবেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। অতপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। এরপর এ ওহীর বিশদ ব্যাখ্যা আপনার অন্তরে উদ্ধৃত করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমারই ওপর (সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৬-১৯)।'' এ আয়াতে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রাথমিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুরূপবে হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে- خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ''তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয় (সুনানু আবী দাঊদ, হাদীস নং- ১২৪০)।'' সুতরাং আল্লাহর কালামের নাম আল-কুরআন ও হাদীসে الْقُرْآنٌ (আল-কুরআন) নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বলে মনে হয়। এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত ও রিসালাতের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ দলীল। এর শব্দ চয়ন, বাক্যবিন্যাস, রচনাশৈলী, সূর-মূর্চনা, ভাব-গাম্ভীর্যতা, অন্তর্নিহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের রূপরেখা চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

০২. **আল-কিতাব** (الْكِتَابَ): এটি কুরআনের একটি প্রসিদ্ধ নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন- نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ "তিনি আপনার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন (আলে 'ইমরান, ০৩: ০৭)।" অপর আয়াতে বলা হয়েছে- مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ''কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দিই নাই (সূরা আন'আমে: ৩৮)।'' সূরা বাকারায় বলা হয়েছে- ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ "এটা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে কোনোরূপ সন্দেহ নেই (সূরা আল বাক্বারাহ, ০২: ০২)।"

অপর আয়াতে বলা হয়েছে- وَمَا أَنزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ "আমি তো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি (সূরা আন নহল: ৬৪)।" অপর আয়াতে এসেছে- لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ''আমিতো তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি কিতাব, যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবেনা? (সূরা আম্বিয়া: ১০)।''

অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে- هُوَ الَّذِي أَنزلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ "তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সুস্পষ্ট অকাট্য আয়াতসমূহ রয়েছে (সূরা আলে 'ইমরান, ০৩: ০৭)।"
অপর এক আয়াতে এসেছে- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ। "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দা (মুহাম্মদ সা.)-এর প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (সূরা আল ক্বাহাফ, ১৮: ০১)।" অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে-

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

"যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি, তারা রাসূল (সা.)-কে এরূপভাবে চিনে, যেমন চিনে, তারা আপন পুত্রদের (সূরা আল বাক্বরাহ, ০২: ১৪৬)।"
অপর আয়াতে এসেছে- مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ "আমি সর্বসাধারণের জন্য এ কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করেছি (সূরা আল বাক্বরাহ, ০২: ১৫৯)।" অপর আয়াতে বলেন-

وَأَنزلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

''আর আমি এ কিতাব নাযিল করেছি যা হকের সাথে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যতা প্রমাণকারী এবং ঐ সব কিতাবের সংরক্ষকও (সূরা আল-মায়েদাহ: ৪৮)।"
আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনকে 'আল-কিতাব' নামে উল্লেখ করে তাতে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা জারী করেন-

وَمَا أَنزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

''আমি তো আপনার প্রতি কিতাব (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যারা এ বিষয়ে মতোবিরোধ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং মু'মিনদের জন্য পথ নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ (সূরা আন-নহ্ল: ৬৪)।'' এ আয়াতেও কুরআনকে 'কিতাব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত আয়াতসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি الكِتَابَ। (আল-কিতাব) এটি কুরআনের একটি প্রসিদ্ধ নাম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

كِتَابَ, كتابة ও كتب প্রভৃতি يكتب، كتب -এর মাসদার (ক্রিয়ামূল)। এর মূল অর্থ الجمع। (জমা করা)। যেমন বলা হয়- تكتب بنو فلان (অর্থাৎ অমুকের সন্তান-সন্ততিরা একত্রিত হলো।) এ উৎপত্তিগত অর্থের নিরিখে সৈন্যদলকে বলা হয় الكتيبة। এবং শব্দ ও বর্ণসমূহ একত্রিকরণকে الكتابة। বলা হয় (মাবাহিসু ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃ. ১৮)। আল্লাহ তা'আলা বলেন- حم، وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ''হা-মীম, শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি এটা অবতীর্ণ করেছি বরকতময় রাতে (সূরা আদ দুখান, ৪৪ : ০১-০৩)।"
'কিতাব' যদিও মাসদার; কিন্তু একে অনেক সময় اسم مفعول। তথা مكتوب (জমাকৃত) অর্থে ব্যবহার করা হয়। এ জন্য যে কোনো গ্রন্থকেও 'কিতাব' বলা হয়। এতে একই বিষয় বা অনেক বিষয়ে বক্তব্যসমূহ জমা করা হয়। কুরআনেও বিভিন্ন ধরনের উপদেশ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও বিধি-বিধান জমা করা হয়েছে বলে একেও 'আল-কিতাব' নামেও অভিহিত করা হয় (আল-বুরহান, খ. ১য়, পৃ. ২৭৩)।

রাগিব ইস্পাহানী (রহ.) বলেন- كتب এর মূল অর্থ হলো- الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياطة ''সেলাই করে একটি চামড়াকে অন্য চামড়ার সাথে সংযুক্ত করা।'' যেমন বলা হয়, كَتَبْتُ السقاء "আমি চামড়ার পানপাত্রের চামড়াগুলোকে সেলাই করে একটির সাথে অন্যটি সংযুক্ত করলাম।" তবে (ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط) এটি লেখার মধ্যে একটি অক্ষরের পাশে অন্য অক্ষর মিলানো অর্থে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় (আল-মুফরাদাত, পৃ. ৪২৩)। কারো মতে كتاب আরামীয় শব্দ। আরামীয় ভাষায় এর অর্থ বর্ণ লিপিবদ্ধ করা। জাহিলী যুগে আরবরা আরামীয়দের নিকট থেকে এটি গ্রহণ করে (মাবাহিস, পৃ. ১৭)।

আল-কুরআনকে এ নামে অভিহিত করায় একে লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন কুরআন নামের মধ্যে এটি মুখস্থকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা কুরআন মূলত কিরা'আতেরই সমার্থবোধক, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ কিরাআতের মধ্যে মুখস্থ পড়ার অর্থ নিহিত রয়েছে (মাবাহিস, পৃ. ১৭)।

কুরআন নাম 'কুরআন' ও 'কিতাব' রাখা প্রসঙ্গে উভয়ের নামকরণের সমন্বয় করে ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ দাররাজ বলেন (তাহরীমু কিতাবাতিল কুরআন, খ. ১ম, পৃ. ৬১):

روعي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن، كما روعي في تسميته كتابا مدونا بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه

''কুরআনকে 'কুরআন' নামে অভিহিত করার ক্ষেত্রে মানুষের যবান দ্বারা পঠিত হবার দিকটি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে তাকে 'কিতাব' নামে আভিহিত করার ক্ষেত্রেও তাকে কলম দ্বারা গ্রন্থাবদ্ধ করার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ দুটি নাম এমন বস্তুও নামের পর্যায়ভুক্ত, যার অন্তর্নিহিত অর্থকে বিবেচনা করে তার নাম রাখা হয়েছে ('উলূমুল কুরআন, পৃ. ১৫)।''

ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ দাররাজ এ প্রসঙ্গে আরও বলেন- ''কুরআনকে এ দুটি নামে আখ্যায়িত করে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআনের দাবী হচ্ছে তাকে দুটি সংরক্ষিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। শুধু একটি স্থানে নয়। অর্থাৎ তাকে অন্তরে লিপিকায় এ উভয় পদ্ধতিতেই সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ('উলূমুল কুরআন, পৃ. ১৫)।'' আল্লাহ তা'আলা বলেন- ''যাতে কোনো একটি (ভুলে গেলে) হারিয়ে গেলে অপরটি তাতে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে (সূরা বাকারাঃ ২৮২)।'' উভয় পদ্ধতিতেই কুরআন উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার নিকট সুরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত রক্ষা করা আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

''আমি (যিক্‌র) কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক (সূরা হিজরঃ ০৯)।''

০৩. **আল-কালাম, কালামুল্লাহ** (الكلام، كلام الله): আল্লাহ তা'আলা বলেন- حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ "যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায় (আত্ তাওবাহ, ৯ ; ৬)।'' আবূ জা'ফর আত-তাবারী (রহ.) বলেন- এ আয়াতে كَلَامَ اللَّهِ (আল্লাহর কালাম) বলতে القرآن (আল-কুরআনকেই) বুঝানো হয়েছে (জামে'উল বায়ান, খ. ১৪তম, পৃ. ১২৯)।'' كلام (কালাম) শব্দটি كلم (কাল্‌ম) থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আঘাত করা, রেখাপাত করা। রাগিব

ইস্পাহানী (রহ.) বলেন- الكلم التأثير المدرك بإحدى الحاستين ''বচন মানুষের অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে'' বলে একেই সচরাচর 'আরবীতে الكلام (আল-কালাম) বলা হয়। রাগিব ইস্পাহানী (রহ.) আরও বলেন- الكلام يقع على الالفاظ المنظومة وعلى المعاني التى تحتها مجموعة ''কালাম বলতে সুবিন্যস্ত শব্দাবলীকে বোঝানো হয়। এ ছাড়া এর অন্তর্নিহিত সম্মিলিত মর্মার্থকেও 'কালাম' বলা হয় (আল-মুফরাদাত, পৃ. ৪৩৯)। আল-কুরআনের পাঠক ও শ্রোতাদের অন্তর রাজ্যে অবর্ণনীয় রেখাপাত করে থাকে বলে একে 'কালাম' নামে অভিহিত করা হয়। এটি আল্লাহর বাণী বলে একে 'কালামুল্লাহ'ও বলা হয়।

০৪. **আন-নূর** (النور): আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا "আর আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট নূর নাযিল করেছি (সূরা আন্ নিসা, ৪: ১৭৪)।" আন-নূর (النور) শব্দের অর্থ: জ্যোতি বা আলো। আর সুস্পষ্ট নূর হলো আল-কুরআন। যেমন 'নূর' এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবী হাতেম আর-রাযী বলেন- وَهُوَ هَذَا الْقُرْآنُ ''সেটি হলো এ কুরআন (তাফসীর আল-কুরআনিল 'আযীম, খ. ৪র্থ, পৃ. ৪৫৭)।'' অর্থাৎ এখানে নূর দ্বারা আল-কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। আর নূর শব্দের অর্থ আলো। এ মহাগ্রন্থের সাহায্যে সঠিক নির্দেশনা ও সত্যের আলো বা দিশা লাভ করা যায় বলে একে النور (আন-নূর) নামে অভিহিত করা হয়।

০৫. **আল-হুদা** (الهدى): আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন- هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ "সৎকর্মপরায়ণদের জন্য হিদায়াত ও রহমাত (সূরা লুকমান, ৩১: ০৩)।" هدى (হুদা) অর্থ- হিদায়েত বা দিকনির্দেশনা। هُدًى وَرَحْمَةً এর ব্যাখ্যায় ড. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল মুহসিন বলেন- هدى ورحمة للذين أحسنوا العمل بما أنزل الله في القرآن، وما أمرهم به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ''হিদায়াত ও রহমাতপ্রাপ্ত তারাই যাঁরা কুরআনের মধ্যে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযাই উত্তমভাবে 'আমল করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনাবলী পালন করে থাকে (আত-তাফসীরুল মাইসার, খ. ৭ম, পৃ. ৩৪৭)।'' আর কুরআনে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি সঠিক ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে বলে একে الهدى (আল-হুদা) বলা হয়ে থাকে।

০৬. **রহমাত** (رَحْمَةٌ): আল্লাহ তা'আলা কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ''ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও রহমাত (সূরা আন্ নহল, ১০: ৭৭)।" আল্লাহ তা'আলা অপর আয়াতে বলেন- هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ "সৎকর্মপরায়ণদের জন্য হিদায়াত ও রহমাত (সূরা লুকমান, ৩১: ০৩)।" রহমাত অর্থ দয়া, অনুগ্রহ। যারা কুরআন পড়ে, অনুধাবন করে এবং তারা দয়ালু আল্লাহর রাহমাত লাভের উপযোগী হয়। এ প্রসঙ্গে তাফসীরে তাবারীতে এসেছে- ورحمة لمن صدق به وعمل بما فيه ''রহমাত তাঁদের ওপর যারা কুরআন অনুযায়ী কথা প্রকাশ করে ও আমল করে (জামে'উল বায়ন, খ. ১৯তম, পৃ. ৪৯৪)।'' এ জন্য কুরআনকে 'রহমাত'ও বলা হয়।

০৭. **আল-ফুরকান** (الْفُرْقَانَ): এটি কুরআনের একটি প্রসিদ্ধ নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন- تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا "তিনি পরম করুণাময়, যিনি তাঁর বান্দাহর প্রতি 'ফুরকান' নাযিল করেছেন (আল-ফুরকান, ২৫: ১)।" 'ফুরকান' আধিক্যসূচক গুণবাচক বিশেষ্য (আল-মুফরাদাত, পৃ. ৩৭৮)। কারো মতে এটি মাসদার; কিন্তু এর দ্বারা সিফাত (বিশেষণ) উদ্দেশ্য। আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী অর্থের আধিক্য

বোঝানোর জন্য বিশেষণ রূপের স্থলে মাসদারের রূপ ব্যবহার করা হয়েছে (আত-তাফসীর, খ. ২য়, পৃ. ০৫)। এটি আরামীয় শব্দ فرق থেকে গৃহীত (মাবাহিস, পৃ. ২০)। এর অর্থ পার্থক্য করা। নামকরণ প্রসঙ্গে 'মাজাযুল কুরআন' কিতাবে বলা হয়েছে- وإنما سُمّى القرآن فُرقاناً لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين المسلم والكافر '' আল-কুরআন হক ও বাতিল, মু'মিন ও মুনাফিক এবং মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করে দেয় বলে একে 'ফুরকান' বলা হয় (আল-বুরহান, খ. ১ম, পৃ. ২৮০)।'' কারো মতে এটি আকীদা-বিশ্বাসে হক ও বাতিল, হালাল হারাম, সত্য ও মিথ্যা ও কর্মে ভাল ও মন্দের সুস্পষ্ট পার্থক্য করে বলে একে الْفُرْقَانَ (আল-ফুরকান) বলা হয় (আল-মুফরাদাত, পৃ. ৩৭৮)।

০৮. **শিফা'** (شِفَاءٌ): আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ "আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি, যা (প্রতিটি ব্যাধির) মহা নিরাময়ক (সূরা আল-ইসরা', ১৭: ০১)।" অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে- يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ''হে মানব জাতী! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে সমাগত হয়েছে এক নসিহত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যবারী, আর মুমিনদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত (সূরার উউনুস, ১০: ৫৭)।" অপর আয়াতে বলা হয়েছে- فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ''যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগমুক্তি (সূরা আন নহল, ১৬: ৬৯)।"
'শিফা' অর্থ আরোগ্য। এটি ইসমে মাসদার (ক্রিয়া বিশেষণ); কিন্তু এখানে এর দ্বারা সিফাত (বিশেষণ) উদ্দেশ্য। অর্থে আধিক্য বোঝানোর জন্য বিশেষণরূপের স্থলে মাসদাররূপে ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব, এখানে শিফার অর্থ হবে মহারোগ নিরাময়ক। এ পবিত্র গ্রন্থের সাহায্যে মানুষ কুফর, শির্ক ও মূর্খতা প্রভৃতি আত্মিক ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করে থাকে। এর সাহায্যে শারীরিক ব্যাধিসমূহ থেকেও আরোগ্য লাভ করা যায়। এ জন্য একে شِفَاءٌ (শিফা) নামেও অভিহিত করা হয় (মা'আরিফুল কুরআন, পৃ. ৭৮৯)।

০৯. **আল-মাও'ইযাহ** (الْمَوْعِظَةُ): আল্লাহ তা'আলা বলেন- قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ "তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে (সূরা ইউনূস, ১০: ৫৭)।" হযরত লোকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে الْمَوْعِظَةُ বা উপদেশ দিয়ে বলেন- وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ ''যখন লোকমান (আ.) উপদেশচ্ছলে তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক মহা অন্যায় (সূরা লুকমান ৩১: ১৩)।"

الْمَوْعِظَةُ-এর প্রকৃত অর্থ প্রসঙ্গে ইউসূফ ইব্ন হায়য়ান (রহ.) বলেন- الموعظة الحسنة التخويف والترجئة والتلطف بالإنسان بأن تجله وتنشطه ''ভীতিজনক অনুশাসন, এমন বিষয় বর্ণনা করা, যা শুনে মানুষের অন্তর কোমল হয় (তাফাসীরু আল-বাহরিল মুহীত,খ. ৭ম, পৃ. ৩০৭)।'' এ পবিত্র গ্রন্থ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'মাওয়া'ইযাহ হাসানাহ'-এর প্রচারক। এর প্রতিটি জায়গায় ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির সাথে ভীতি প্রদর্শন, সাওয়াবের সাথে আযাব, পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও ব্যর্থতা বা পথভ্রষ্টতা প্রভৃতি এমন সংমিশ্রিত আলোচনা করা হয়েছে, যা শোনার পর মন আসক্ত হয়ে মন পরিবর্তন হতে পারে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১০)। এ জন্য একে الْمَوْعِظَةُ (মাও'ইযাহ) বলা হয়।

১০. **আয-যিকর** (الذِّكْر): আল্লাহ তা'আলা বলেন– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ''আমি (যিক্‌র) কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক (সূরা হিজর: ০৯)।'' এখানে কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা যিক্‌র

বলেছেন। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ "এবং এটা বারকাতময় উপদেশ, যা আমি নাযিল করেছি (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১: ৫০)।" এখানে ذِكْرٌ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে (দুর্‌রুল মুনসূর, খ. ৭ম, পৃ. ৬৭)। আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গে তাফসীরে তাবারীতে এসেছে- وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لمن تذكر به ''এ কুরআন যা মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর আমি (আল্লাহ) অবতীর্ণ করেছি উপদেশ স্বরূপ, যারা উপদেশ চায় (জামে'উল বায়ন, খ. ১৮তম, পৃ. ৪৫৪)।''

এ প্রসঙ্গে 'তাফসীরে খাযেন' কিতাবে বলা হয়েছে- هو ذكر لمن آمن به ''যিকির বা উপদেশ তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে (লুবাবুত তাবীল, খ. ৪র্থ, পৃ. ৪০০)।'' আর 'যিকর' অর্থ উপদেশ। এ মহাগ্রন্থে বিভিন্ন উপদেশ ও বিগত জাতিসমূহের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে বলে একে ذِكْرٌ (যিকর) বলা হয়। এ ছাড়া আরবীতে 'যিকর'কে মর্যাদা ও সম্মান অর্থেও ব্যবহার করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ "আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব নাযিল করেছি। এতে তোমাদের জন্য মর্যাদা রয়েছে (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১: ১০)।" এ কুরআন মুসলিম জাতির মর্যাদা ও সম্মান লাভের উপলক্ষ বলে একে যিকর বলা হয় (আল-বুরহান, খ. ১ম, পৃ. ২৭৯)। অপর বর্ণনায় এর নামকরণ সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন- وسمى القرآن ذكرا، وتوعد من أعرض عنه، ومن تعلمه ثم نسيه ''যে কুরআন শিক্ষা করলো অতঃপর তা ভুলে গেলো এবং কুরআন থেকে বিমুখ হলে তার জন্য কঠোর ধমকি রয়েছে। আর কুরআনকে উপদেশ হিসেবে বর্ণনা করায় তাকে ذِكْرٌ (যিকির) নামকরণ করা হয়েছে (বায়হাকী: শু'আবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ- فصل في إدمان تلاوة القرآن, খ. ৪র্থ, পৃ. ৪৭১)।'' আল্লাহ তা'আলা বলেন- كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا، مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ''পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি এভাবে তোমাদের নিকট বর্ণনা করি এবং আমি আমার নিকট হতে তোমাকে উপদেশ দান করি। এটা হতে যে বিমুখ হবে সে কিয়ামতের দিন মহাভার গ্রহণ করবে (সূরা ত্বা-হা, ২০: ৯৯-১০০)।'' অপর আয়াতে বলা হয়েছে- وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ''যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো অন্ধ অবস্থায় (সূরা ত্বা-হা, ২০: ১২৪-১২৬)।'' হাদীসে এসেছে- القرآن أفضل الذكر ''কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম যিকির (সহীহ্ ইব্‌ন খুযাইমাহ, অনুচ্ছেদ- باب الرخصة في قراءة القرآن, খ. ১ম, হা নং- ২১০, পৃ. ৩৮৪)।'' সুতরাং কুরআনের অপর নাম ذِكْرٌ (যিকির) তা উপরোক্ত কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

১১. **আল-কারীম** (الكَرِيمٌ): আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ "নিশ্চয় এটি সম্মানিত কুরআন (সূরা আল-ওয়াকি'আহ, ৫৬: ৭৭)।" এর ব্যাখ্যায় জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহ.) والكريم: اسم جامع لما يحمد، وذلك أن فيه البيان، والهدى، والحكمة، وهو مُعَظَّم عند الله عز وجل ''আল-কারীম: ইসমে জামে' হয়, যখন প্রসংশা করা হয়, আর নিশ্চয়ই (কুরআন) এর মধ্যে সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, হিকমাত রয়েছে এবং এটা পরক্রমশালী আল্লাহর নিকট মহামর্যাদাবান (দুর্‌রুল মুনসূর, খ. ৫ম, পৃ. ৪৮০)।'' আর 'কারীম' অর্থ মহাসম্মানিত, মহামর্যাদাবান। আল-কুরআন মহামর্যাদাবান ও অতি সম্মানিত বলে একে الكَرِيمٌ (আল-কারীম) বলা হয়।

১২. **আল-'আলিয়্যু** (العَلِيُّ): আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ "এটা রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে, এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ (সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩: ০৪)।" عَلِيٌّ ('আলিয়্যু) একটি গুণবাচক বিশেষ্য। এর অর্থ- علوّ ورفعة বা 'সুউচ্চ ও মহামর্যাদাবান (জামে'উল বায়ান, খ. ২১তম, পৃ. ৫৬৬)।' পৃথিবীর মধ্যে আল-কুরআন (لعليٌّ في قَدْره وشرفه) অতি উচ্চ ও মহান মর্যাদার অধিকারী বলে একে عَلِيٌّ ('আলিয়্যু) নামেও অভিহিত করা হয় (আত-তাফসীরুল মাইসার, খ. ৮ম, পৃ. ৪৭৪)।

১৩. **হিকমাত** (حِكْمَةٌ): আল্লাহ তা'আলা কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ "এটি পরিপূর্ণ হিকমাত (সূরা আল-কামার, ৫৪: ০৫)।" আল-হুসাইন ইব্ন মাস'ঊদ আল-বাগভী (রহ.) বলেন- القرآن حكمة تامة ''কুরআন পূর্ণাঙ্গ হিকমাত বা বিজ্ঞানময় (মু'আলিমুত তানযীল, খ. ৭ম, পৃ. ৪২৭)।'' আর 'হিকমাত' বলতে যে কোনো বস্তু বা বিষয়কে যথাস্থানে প্রয়োগ করাকে বোঝানো হয় (আল-ইতকান, খ. ১ম, পৃ. ৬৮)। আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ২৩ বছরের নাবুওয়াতী জীবনে যখন যা প্রয়োজন হয়েছিল তখন সে অনুযায়ী নাযিল হয়েছিল বলে একে حِكْمَةٌ (হিকমাত) নামে অভিহিত করা হয়। অথবা হিকমাত বস্তু জগতের জ্ঞান তথা বিজ্ঞান (আল-মুফরাদাত, পৃ. ১২৭)। মানব জীবন যতো দিকের সাথে সম্পৃক্ত, আল-কুরআনে আনুষঙ্গিকভাবে সবই বর্ণিত হয়েছে বলে একে 'হিকমাত' বলা হয় (আত্ তাহযীর, খ. ১৪তম, পৃ. ২২৭)।

১৪. **আল-হাকীম** (الْحَكِيمِ): আল্লাহ তা'আলা বলেন- تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ "এগুলো হিকমাতপূর্ণ কিতাবের আয়াত (সূরা ইউনূস, ১০: ০১)।" এ আয়াতের তাফসীরে আবূ জা'ফর আত-তাবারী (রহ.) বলেন- هذه آيات الكتاب الحكيم بيانا وتفصيلا ''এই হিকমাতপূর্ণ কিতাবের আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ ও বর্ণনাকৃত (জামে'উল বায়ন, খ. ২০তম, পৃ. ১২৪)।'' ইমাম কুরতুবী (রহ.)-এর মতে- ''কিতাব দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে এবং হাকীম দ্বারা এমন কিতাবকে বুঝানো হয়েছে (لا خلل فيه ولا تناقض) যার মধ্যে কোনো কিছুই বাদ পড়েনি এবং অপূর্ণাঙ্গও নয় (আল-জামি'উ লি-আহকামিল কুরআন, খ. ১৪তম, পৃ. ৫০)।'' 'হাকীম' বিজ্ঞান অর্থেও ব্যবহার হয়। আর কুরআন মহা প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানী আল্লাহর কালাম বলে একে الْحَكِيمِ (আল-হাকীম)ও বলা হয় (তাফসীরু জালালাইন, পৃ. ৩৪৫)। অথবা 'হাকীম' অর্থ বিজ্ঞানময় (ذو حكمة)। আল-কুরআনে আনুষঙ্গিকভাবে বিজ্ঞানের আলোচনাও এসেছে বলে একে 'হাকীম' বলা হয় (আল-মুফরাদাত, পৃ. ১২৭)। 'হাকীম' একটি গুণবাচক বিশেষ্য। এর অর্থ সুদৃঢ়। আল-কুরআনের আয়াতসমূহ সব ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংকোচন, পরিমার্জন ও বৈসাদৃশ্য থেকে সুরক্ষিত এবং অপূর্ব বর্ণনারীতি ও ব্যঞ্জনাভঙ্গির সমন্বয়ে সুদৃঢ় বলে একে হাকীম বলা হয় (আল-ইতকান, খ. ১ম, পৃ. ৬৮)।

১৫ ও ১৬. **মুসাদ্দিক** (مُصَدِّقٌ) ও **মুহায়মিন** (مُهَيْمِن): আল্লাহ তা'আলা বলেন- مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ "যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী (সূরা আল-মাইদাহ, ৫: ৪৮)।" 'মুসাদ্দিক' অর্থ সত্যায়নকারী আর 'মুহায়মিন' অর্থ রক্ষণাবেক্ষণকারী। এ প্রসঙ্গে আবূ জা'ফর আত-তাবারী (রহ.) বলেন-

مصدقا لما سلف من كتب الله أمامه، ونزلت على رسله الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وتصديقه إياها، موافقة معانيه معانيها في الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، وهي تصدقه

''এ কুরআনকে সত্যায়ন করে পূর্বে নাযিলকৃত আল্লাহর কিতাবসমূহে। যা মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্বে রাসূলগণের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছিলো। আদেশের ব্যাপারে অর্থের দৃষ্টিকোন থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ। মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ এবং যা আল্লাহর নিকট হতে এসেছে, সেটাকেই তাসদীক বা তাঁকে সত্যায়ন করে (জামে'উল বায়ন, খ. ২য়, পৃ. ৩৯২)।''

কুরআন পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলকে সত্যায়ন করে বলে একে 'মুসাদ্দিক' এবং এটি পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হওয়ার সাক্ষ্যবহন করে বলে একে 'মুহায়মিন'ও বলা হয় (আল-বুরহান, খ. ১ম, পৃ. ২৮০)।

১৭. **আল-মুবারাক** (المُبَارك): আল্লাহ তা'আলা বলেন- **وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ** ''আমি এ কল্যাণময় কিতাব নাযিল করেছি, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক (সূরা আন'আম: ৯২)।" অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন- **كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ** "এটি একটি বারকাতময় কিতাব, যা আমি আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি (সূরা সোয়াদ, ৩৮: ২৯)।" আল-কুরআন অতি বারকাতময় কিতাব বলে একে المُبَارك (আল-মুবারাক)ও বলা হয়।

১৮. **হাবলুল্লাহ** (حَبْل اللَّه): আল্লাহ তা'আলা বলেন- **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর (সূরা আল-'ইমরান, ৩: ১০৩)।" 'হাবল' অর্থ রজ্জু। যে কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে সে জান্নাতে যাবে অথবা হিদায়াত লাভ করবে। এ জন্য কুরআনকে জান্নাত বা হিদায়াতের রজ্জু বা حَبْل বলা হয়।

১৯. **আস-সিরাতুল মুস্তাকীম** (الصِرَاط المُسْتَقِيم): এর অর্থ সঠিক পথ। আল্লাহ তা'আলা বলেন- **وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ** "নিশ্চয় এটি আমার সঠিক পথ; সুতরাং তোমরা এ পথেরই অনুসরণ করো। এ ছাড়া অন্যন্য কোনো পথের অনুসরণ করো না (সূরা আল-আন'আম, ৬: ১৫৩)।" আল-কুরআন জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সঠিক ও সোজা রাস্তা বাতলিয়ে দেয় বলে একে الصِرَاط المُسْتَقِيم (আস-সিরাতুল মুস্তাকীম)ও বলা হয়।

২০. **আল-কায়্যিম** (القَيِّمَ): আল্লাহ তা'আলা বলেন- **قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا** "এটি সঠিক গ্রন্থ, যাতে তা একটি ভীষণ বিপদের ভয় প্রদর্শন করতে পারো (সূরা আল-কাহাফ, ১৮: ০২)।" আল-কুরআন হিদায়াতের একটি সঠিক ও নিখুঁত গ্রন্থ বলে একে القَيِّمَ (আল-কায়্যিম)ও বলা হয়।

২১. **ফাসলুন** (فَصْلٌ): আল্লাহ তা'আলা বলেন- **إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ** -"নিশ্চয়ই এটি যথার্থ অকাট্য বাণী (সূরা আত-তারিক, ৮৬: ১৩)।" 'ফাসলুন' অর্থ যথার্থ ও অকাট্য বাণী। কুরআন আল্লাহ তা'আলার নির্ভুল ও অকাট্য বাণী বলে একে فَصْلٌ (ফাসলুন) বলা হয়।

২২. **আন-নাবাউন 'আযীম** (النَّبَأ الْعَظِيم): এর অর্থ মহান সংবাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন- **عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ** -"তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? মহান সংবাদ সম্পর্কে (সূরা আন-নাবা', ৭৮: ০১-

০২)।" আল-কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির প্রতি অবতীর্ণ মহাসংবাদ বলে একে **النَّبأ الْعَظِيم** (আন-নাবাউন 'আযীম)ও বলে আখ্যায়িত করা হয়।

২৩. **আহসানুল হাদীস** (**أَحْسَنَ الْحَدِيث**): এর অর্থ সর্বোত্তম বাণী। আল্লাহ তা'আলা বলেন- **اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ**। "আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন (সূরা আয-যুমার, ৩৯: ২৩)।" আল-কুরআন আল্লাহর বাণী বলে এটি মহাপবিত্র ও সর্বোত্তম বাণী। এ জন্য একে **أَحْسَنَ الْحَدِيث** (আহসানুল হাদীস)ও বলা হয়।

২৪. **মুতশাবিহ** (**مُتَشَابِه**): এর অর্থ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন- **اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا** "আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন, যা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ (সূরা আয-যুমার, ৩৯: ২৩)।" এ ছাড়াও এর বক্তব্যসমূহ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, একটি অপরটির সহায়ক বিধায় একে **مُتَشَابِه** (মুতশাবিহ)ও বলা হয়।

২৫. **মাসানী** (**مَثَانِيَ**): 'মাসানী' অর্থ পুনরাবৃত্ত, পুনঃপুনঃ আবৃত্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন- **اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ**। "আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন, যা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পুনঃপুনঃ পঠিত (সূরা আয-যুমার, ৩৯: ২৩)।" ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর মতে- **إن المثاني سميت مثاني، لتثنية الله جل ذكره فيها الأمثالَ والخبرَ**। ''আল-কুরআনে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সংবাদ, ঘটনাবলী ও উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে বলে একে 'মাসানী' বলা হয় (জামে'উল বায়ন, খ. ১ম, পৃ. ২০৩)।'' কেননা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও এগুলোর উল্লেখ রয়েছে। আল-কুরআনে যেনো এগুলো দ্বিতীয় বার উল্লেখ করা হলো। কারো মতে- **إنما سميت مثاني لأنها ثنيت فيها الفرائضُ والحدود والثَّواب والعقاب** ''এতে বিভিন্ন ফারায়েযের বিধান, শাস্তির সীমা নির্ধারণ, সাওয়াব ও শাস্তির কথা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে বলে একে 'মাসানী' বলা হয় (দুররুল মানসূর, খ. ৫ম, পৃ. ২৬২)।'' কারো মতে- **القرآن، يذكر الله القصة الواحدة مراراً**। ''কুরআনে ঘটনাবলী পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে বলে একে 'মাসানী' বলা হয় (ফাতহুল কাদীর, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৯৭)।'' রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট প্রথমে একবার কুরআনের মর্ম নাযিল করা হয়। এরপর দ্বিতীয় বার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ক্রমেক্রমে এর মর্ম ও শব্দ উভয়ই নাযিল করা হয়। এ জন্য একে 'মাসানী' বলা হয়। কারো মতে- **سميت مثاني لأنها تثنى في كل ركعة من الصلاة** ''নামাযের মধ্যে প্রত্যেক রাক'আতে বারবার কুরআন তিলাওয়াতের কারণে একে 'মাসানী' বলা হয় (দুর্‌রুল মুনসূর, খ. ৪র্থ, পৃ. ৭৩)।'' অথবা **سميت مثاني لأنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة** ''কুরআনের আয়াতগুলো দু'বার মক্কা ও মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ায় একে **مَثَانِيَ** (মাসানী) নমকরণ করা হয় (মুখতাসারু তাফসীরুল বাগভী, খ. ৪র্থ, পৃ. ৩১৩)।''

২৬. **তানযীল** (**تَنْزِيل**): আল্লাহ তা'আলা বলেন- **وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ**- "এই কুরআন তো বিশ্ব জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। জিবরাঈল (আ.) তা নিয়ে অবতরণ করেছেন (সূরা আশ-শু'আরা, ২৬: ১৯২)।" আর এ আয়াতের সত্যতানুযায়ী আল-কুরআন জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট অবতীর্ণ করেছেন বিধায় তাকে **تَنْزِيل** (তানযীল) বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা

বলেন- اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا "আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম বাণী তথা সাদৃশ্যপূর্ণ কিতাব নাযিল করেছেন (সূরা আয-যুমার, ৩৯: ২৩)।"

২৭. **রূহ** (رُوح): আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا "আমি আপনার কাছে আমার আদেশক্রমে রূহ পাঠিয়েছি (সূরা আশ-শূরা, ৪২: ৫২)।" রূহ অর্থ প্রাণ। এর নামকরণ প্রসঙ্গে আর-রাযী আল-জাস্সাস (রহ.) বলেন- وَإِنَّمَا سَمَّاهُ رُوحًا مِنْ حَيْثُ كَانَ فِيهِ حَيَاةُ النَّاسِ فِي أُمُورِ دِينِهِمْ ''পবিত্র কালামের তিলাওয়াত, শ্রবণ ও 'আমলের ফলে মানুষের আত্মাসমূহ নতুন প্রাণ ও অপার্থিব জীবন লাভ করে থাকে বলে একে رُوح (রূহ)ও বলা হয় (আহ্কামুল কুরআন, খ. ২য়, পৃ. ৩৭৯)।''

২৮. **ওয়াহ্য়ী** (وَحْي): আল্লাহ তা'আলা বলেন– قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ "বলুন, আমি তো কেবল ওয়াহ্য়ীর মাধ্যমে তোমাদেরকে সর্তক করি (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১: ৪৫)।" 'ওয়াহ্য়ী' এর আভিধানিক অর্থ কাউকে কোনো বিষয়ে গোপনে অবহিত করা। তবে নবী-রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ অর্থেই এর বহুল ব্যবহার। আল-কুরআনও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ বলে একে ওয়াহ্য়ী বলা হয়।

২৯. **'আরাবিয়্যুন** (عَرَبِيّ): আল্লাহ তা'আলা বলেন- قُرْآنًا عَرَبِيًّا "আরবী ভাষায় নাযিলকৃত কুরআন (সূরা আয-যুমার, ৩৯: ২৮)।" আল-কুরআন 'আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে বলে عَرَبِيّ ('আরবী)ও বলা হয়।

৩০. **বাসা'ইর** (بَصَائِرُ): আল্লাহ তা'আলা বলেন- هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ "এটি মানুষের জন্য শিক্ষা গ্রহণের বাণী (সূরা আল-জাসিয়াহ, ৪৫: ২০)।" 'বাসাইর' শব্দটি 'বাসীরাত'-এর বহুবচন। এর অর্থ শিক্ষা গ্রহণ করা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান, যা থেকে তারা শিক্ষা ও উপদেশ হাসিল করতে পারবে বলে একে بَصَائِرُ (বাসাইর) বলা হয়।

৩১. **কাওল** (قَوْل): আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ "আমি তাদের জন্য উপর্যুপরি বাণী পৌঁছিয়েছি (সূরা আল-কাসাস, ২৮: ৫১)।" 'কাওল' অর্থ বাণী। 'কুরআন' আল্লাহর বাণী বলে একে قَوْل (কাওল) নামেও অভিহিত করা হয়।

৩২. **বায়ান** (بَيَان): আল্লাহ তা'আলা বলেন– هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ "এটি মানুষের জন্য যথার্থ বর্ণনা (সূরা আলু-'ইমরান, ৩: ১৩৮)।" আল-কুরআনে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর যথার্থ বর্ণনা রয়েছে বলে একে بَيَان (বায়ান) বলা হয়।

৩৩. **'ইল্ম** (عِلْم): আল্লাহ তা'আলা বলেন– بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ "আপনার কাছে 'ইলম পৌঁছার পর (সূরা আর-রা'দ, ১৩: ৩৭)।" এখানে 'ইলম দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। কুরআন যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার বলে একে عِلْم (ইল্ম)ও বলা হয়।

৩৪. **হক** (حَقُّ): আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ "নিঃসন্দেহে এটাই হলো সত্য ভাষণ (সূরা আলু 'ইমরান, ৩: ৬২)।" 'হক' অর্থ সত্য। আল-কুরআন নির্জলা সত্য বাণী বলে একে حَقُّ (হক)ও বলা হয়।

৩৫. **আল-হাদী** (الهادي): আল্লাহ কুরআনের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেন- إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ "কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল (সূরা আল-ইসরা': ৯)।" কুরআন সঠিক পথ প্রদর্শন করে বলে একে 'আল-হাদী'ও বলা হয়।

৩৬. **সিদক** (صِدْق): আল্লাহ বলেন- وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ "যিনি সত্য নিয়ে আগমন করলেন (সূরা আয-যুমার, ৩৯: ৩৩)।" 'সিদক' অর্থ সত্য। এর দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। এটি মহা সত্যগ্রন্থ বলে একে صِدْق (সিদক) নামেও অভিহিত করা হয়।

৩৭. **'আদল** (عَدْل): আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا "আপনার প্রতিপালকের বাণী পূর্ণ সত্য ও সুষম (সূরা আল-আন'আম, ৬: ১১৫)।" আল-কুরআন মহাসুষম গ্রন্থ বলে একে (আদল) عَدْل নামেও অভিহিত করা হয়।

৩৮. **ঈমান** (إِيمَان): আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ "আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে শুনেছি (সূরা আলু-'ইমরান, ৩: ১৯৩)।" কারো কারো মতে- এতে لِلْإِيمَانِ (ঈমান দ্বারা) কুরআন উদ্দেশ্য। ঈমানদারদের যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা প্রয়োজন, তন্মধ্যে কুরআনের প্রতি ঈমান আনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায়য় একেও 'ঈমান' নামে অভিহিত করা হয়।

৩৯. **আমর** (أَمْرُ): আল্লাহ বলেন- ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ "এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন (সূরা আত-তালাক: ০৫)।" কুরআনে আল্লাহর নির্দেশাবলী রয়েছে বলে একে أَمْرُ (আমর) নামেও অভিহিত করা হয়।

৪০. **বুশরা** (بشرى): আল্লাহ তা'আলা বলেন- هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ "মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ (সূরা আন- নামাল, ২৭: ০২)।" আর বুশরা (بشرى) শব্দের অর্থ- শুভ সংবাদ। যারা কুরআন পড়ে, অনুধাবন করে এবং এর নির্দেশ মতে চলে তাদেরকে এটি বেহেশতের সুসংবাদ দেয় বলে একে بشرى (বুশরা)ও বলা হয়।

৪১. **মাজীদ** (مَجِيدٌ): আল্লাহ তা'আলা বলেন- بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ "বরং এটা সম্মানিত কুরআন (সূরা আল-বুরূজ, ৮৫: ২১)।" 'মাজীদ' অর্থ মহামর্যাদাবান, সম্মানিত। আল-কুরআন মহামর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী বলে একে مَجِيدٌ (মাজীদ) বলা হয়।

৪২. **যাবূর** (زَبُور): আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ "যিক্‌র এরপর আমরা যাবূরে লিখে দিয়েছি (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১: ১০৫)।" যাবূর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যাবূর। এখানে যাবূর বলে কি বোঝানো হয়েছে, তা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আয়াতে যিকর বলে তাওরাত এবং যাবূর বলে তাওরাতের পর অবতীর্ণ আসমানী

গ্রন্থসমূহ যথা- তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ও কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। ইবনু যায়দ (রহ.) বলেন, ''যিকর দ্বারা লাওহে মাহফূয এবং যাবূর দ্বারা সকল আসমানী গ্রন্থকেই বোঝানো হয়েছে (মা'আরিফুল কুরআন, পৃ. ৮৯২)।''

৪৩. **মুবীন** (مُبِين): আল্লাহ তা'আলা বলেন- قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ''আবশ্যই আল্লাহর নিকট থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে (সূরা মায়েদা: ১৫)।'' অন্যত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ''জেনে রাখো যে আমার রাসূল (সা.)-এর দায়িত্ব ছিলো শুধু স্পষ্টভাবে (আদেশ) পৌঁছিয়ে দেয়া (সূরা মায়েদা: ১৫)।'' আল্লাহ তা'আলা অপর এক আয়াতে বলেন- تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ "এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত (সূরা ইউসূফ, ১২: ০১)।" আল-কুরআনের বক্তব্যসমূহ অতি স্পষ্ট ও জটিলতামুক্ত বলে একে مُبِين (মুবীন) বলা হয়।

৪৪. **বাশীর** (بَشِير): এর অর্থ সুসংবাদদাতা। আল্লাহ বলেন- كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا"এটি একটি কিতাব। এর আয়াতসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য 'আরবী ভাষায় কুরআন বর্ণিত হয়েছে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে (সূরা ফুসসিলাত, ৪১: ০৩-০৪)।" আল-কুরআন বিশ্বাসীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয় বলে একে بَشِير (বাশীর)ও বলা হয়।

৪৫. **নাযীর** (نَذِير): এর অর্থ সতর্ককারী। আল্লাহ বলেন- كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا"এটি একটি কিতাব। এর আয়াতসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য 'আরবী কুরআন বর্ণিত হয়েছে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে (সূরা ফুসসিলাত, ৪১: ০৩-০৪)।" আল-কুরআন তার প্রতি অবিশ্বাসীদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করে বলে একে 'নাযীর'ও বলা হয়।

৪৬. **'আযীয** (عَزِيز): আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ "আর এটি অবশ্যই একটি মহাশক্তিমান গ্রন্থ (সূরা ফুসসিলাত, ৪১: ৪১)।" যারা কুরআনের মুকাবিলা করতে চায় তাদেরকে এটি চরমভাবে পর্যদুস্ত ও পরাভূত করে দেয় বলে একে عَزِيز (আযীয)ও বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন- قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا "বলুন, যদি মানব ও জ্বিন এ কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা তৈরি করে আনতে পারবে না (সূরা আল-ইসরা', ১৭: ৮৮)।"

৪৭. **বালাগ** (بَلَاغٌ): আল্লাহ তা'আলা বলেন- هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ "এটি মানুষের জন্য একটি সংবাদনামা (সূরা ইব্রাহীম, ১৪: ৫২)।" এর ব্যাখ্যায় সমরকান্দী (রহ.) বলেন- هذا القرآن إرسال وبيان من الله تعالى ''এ কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরণ ও বর্ণনা করা হয়ে (বাহরুল 'উলূম, খ. ২য়, পৃ. ৪৪০)।'' 'বালাগ' অর্থ প্রচার, তাবলীগ। আর কুরআন মানব জাতির নিকট আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ ও বক্তব্য প্রচার-প্রসার করে বলে তাকে 'বালাগ'ও বলা হয়। অথবা 'বালাগ' অর্থ পর্যাপ্ততা, যথেষ্টতা। যেমন বলা হয়- في هذا بَلَاغٌ "এ বিষয়ে পর্যাপ্ততা আছে।" আল-কুরআন মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত। দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এর বিধি-বিধানগুলোই যথেষ্ট। অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। তাই একে بَلَاغٌ (বালাগ)ও বলা হয় (আল-ইতকান, খ. ১ম, পৃ. ৬৮)।

৪৮. **কাসাস** (قَصَص): আল্লাহ তা'আলা বলেন- نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ "আমি তোমার নিকট সর্বোত্তম কাহিনী অবতীর্ণ করেছি (সূরা ইউসূফ, ১২: ০৩)।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- فأخبرهم أن هذا القصص أحسن من غيره وأنفع لهم ''তোমাদের নিকট অন্যান্যদের থেকে এমন সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করি, যা তোমাদের জন্য উপকারী (আল-জামি'উ লি-আহকামিল কুরআন, খ. ১৭তম, পৃ. ৩৪৯)।'' আর আল্লাহ প্রদত্ব আল-কুরআনে অতীত জাতিসমূহের শিক্ষণীয় ইতিহাস ও ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে একে قَصَص (কাসাস)ও বলা হয়।

৪৯. **সুহুফুন** (صُحُف), সাহীফাহ (صحيفة)। 'সুহুফুন' শব্দটি 'সাহীফাহ-এর বহুবচন। এর অর্থ লেখার পত্র। এর দ্বারা লাওহে মাহফূয উদ্দেশ্য। এটি যদিও একটি বস্তু; কিন্তু সমস্ত আসমানী কিতাব এতে লিখিত আছে বলে একে বহুবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ "বরং এটা সম্মানিত কুরআন, লাওহে মাহফযে সংরক্ষিত (সূরা আল-বুরূজ, ৮৫: ২১)।" আল-কুরআনও লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত বলে একেও صحيفة (সাহীফাহ) নামে অভিহিত করা হয়।

৫০. ও ৫১. **আস্ সফর** (السفر) এবং **'আল-মুসহাফ'** (المُصْحَفَ): 'মুসহাফ' শব্দটি এক বচন। বহু বচনে المصاحف আল-মুসাহিফ। আল-কুরআনের অনুলিপিকে 'মুসহাফ' নামে অভিহিত করা হয়। বর্ণিত রয়েছে, আবূ বাকর (রা.) কুরআনের সংকলন প্রস্তুত করার পর সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা এর কোনো নাম দাও। তখন কেউ এর জন্য 'ইঞ্জিল', আর কেউ 'সিফর' প্রস্তাব করলেন। কিন্তু এ নামগুলো সাহাবাগণের মনঃপূত হয়নি। অবশেষে ইবনু মাস'উদ (রা.) বললেন, আমি হাবশায় তাদের একটি গ্রন্থকে 'মুসহাফ' বলতে শুনেছি। অতএব তোমরা কুরআনের অনুলিপিকেও 'মুসহাফ' নামে অভিহিত করো। তাঁর এ প্রস্তাবনার ভিত্তিতে কুরআনের অনুলিপিকে 'মুসহাফ' নামে অভিহিত করা হয় (আল-ইতকান, খ. ১ম, পৃ. ৬৯)। এ প্রসঙ্গে জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহ.) 'মুসহাফ' নামকরণ নিয়ে ইব্ন শিহাব যুহরী (রহ.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

لما جمعوا القرآن فكتبوه في الورق، قال أبو بكر: التمسوا له اسماً، فقال بعضهم: السفر، وقال بعضهم: المُصْحَفَ، فإن الحبشة يسمونه المصحف، وكان أبو بكر أول من جمع كتاب الله وسماه المصحف

''সাহাবীগণ যখন কুরআন একত্রিত করেন এবং কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। তখন আবূ বকর (রা.) তাদের এর একটি নাম অন্বেষণ করতে বলেন। এতে কেউ কেই এর নাম 'আস্ সফর' (السفر) রাখার এবং 'আল-মুসহাফ' (المُصْحَفَ) রাখার প্রস্তাব করেন। আবিসিনিয়ার অধিবাসীগণ এ ধরনের গ্রন্থকে 'আল-মুসহাফ' (المصحف)ও বলে আখ্যায়িত করতো। আর আবূ বকর (রা.)ই আল্লাহর কিতাবকে প্রথম জমা করেন এবং তিনিই এর নাম রাখেন 'আল-মুসহাফ' (প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ৫৯)।''

৫২. **মুকাররামাহ** (مُكَرَّمَة): এর অর্থ- সম্মানিত। কারণ, যাঁরা কুরআনকে পড়বে, পড়াবে এবং এর হুকুমসমূহ জীবনের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করবে, তারাই মুকাররামাহ (مُكَرَّمَة) বা সম্মানিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ "এটি সম্মানিত, উচ্চ ও পবিত্র পত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে (সূরা 'আবাসা, ৮০: ১৩-১৪)।"

৫৩. **মারফু'আহ** (مَرْفُوعَة): এর অর্থ- উচ্চ। কারণ, যাঁরা কুরআন পড়বে, পড়াবে এবং এর হুকুমসমূহ জীবনের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করবে, তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন হয় বিধায় একে মারফু'আহ (مَرْفُوعَة)ও বলা হয়। আল্লাহ বলেন- فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ "এটি সম্মানিত, উচ্চ ও পবিত্র পত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে (সূরা 'আবাসা, ৮০: ১৩-১৪)।"

৫৪. **মুতাহ্হারাহ** (مُطَهَّرَة): আল্লাহ তা'আলা বলেন- فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ، لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ، تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ "নিশ্চয় এটি সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, পুত-পবিত্রতা ব্যতীত অন্য কেই তা স্পর্স করবে না, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ (সূরা আল-ওয়াকি'আহ, ৫৬: ৭৭-৮০)।" আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ বকর আর-রাযী আল-জাস্সাস (রহ.) বলেন-

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ؛ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ، وَلَمْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ حِينَ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ

''পবিত্রতা ব্যতীত কুরআন স্পর্স করবে না, পবিত্রতা অর্জন হলেই তখন কুরআন তিলাওয়াত কর এবং উযূ ব্যতীত (আল্লাহ প্রদত্ব) কোনো মাসহাফ (আসমানী গ্রন্থ) স্পর্স করবে না (আহ্কামুল কুরআন, খ. ৮ম, পৃ. ৪৮৯)।" আর মুতাহ্হারাহ (مُطَهَّرَة) অর্থ- পবিত্র। কারণ, এটি এমন একটি গ্রন্থ যা পবিত্রতা অর্জন ছাড়া স্পর্স করাও যাবে না। যাঁরা কুরআন পড়বে ও পড়াবে উযু বা পবিত্রতা অর্জন ছাড়া স্পর্স করাও যাবে না। তাই তাকে مُطَهَّرَة (মুতাহ্হারাহ) বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন- فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ "এটি সম্মানিত, উচ্চ ও পবিত্র পত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে (সূরা 'আবাসা, ৮০: ১৩-১৪)।" আর এটি (مُكَرَّمَة) অতি সম্মানিত, (مَرْفُوعَة) সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও (مُطَهَّرَة) মহাপবিত্র বলে একে যথাক্রমে মুকাররামাহ, মারফূ'আহ ও মুতাহহারাহ প্রভৃতি নামেও ভূষিত করা হয়।

৫৫. **তিবয়ান** (تِبْيَان): আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ "আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা (সূরা আন-নাহাল, ১৬: ৮৯)।" 'তিবয়ান' অর্থ সুস্পষ্ট বর্ণনা। এ প্রসঙ্গে আবূ জা'ফর আত-তাবারী বলেন-

هذا القرآن بيانا لكلّ ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب

''এ কুরআনে মানব জাতীর প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি স্তর যেমন হালাল, হারাম, সাওয়াব, শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে (জামে'উল বায়ন, খ. ১৭তম, পৃ. ২৮৭)।'' আর আল-কুরআনে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে বলে একে 'তিবয়ান'ও বলা হয়।

৫৬. **মুনাদী** (منادي): আল্লাহর ভাষায় আমরা দো'আ করে থাকি- رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ''হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আমরা এক আহব্বানকারীকে আহব্বান করতে শুনেছি যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো (সূরা আলে 'ইমরান, ০৩: ১৯৩)।'' কোনো কোনো তাফসীরকারকের মতে 'মুনাদী' দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। কুরআন মানব জাতিকে ঈমান ও কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানায় বলে একে 'মুনাদী'ও বলা হয়।

৫৭. **'আজাব** (عَجَب): আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا "তারা বললো, আমরা বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি (সূরা আল-জিন্ন: ০১)।" এর বিস্ময়কর রচনাশৈলী, অপূর্ব বর্ণনারীতি ও ব্যঞ্জনাভঙ্গি এবং সুদৃঢ় বক্তব্যসমূহের কারণে একে 'আজাব'ও বলা হয়।

৫৮. **তাযকিরাহ** (تذكرة): আল্লাহ তা'আলা বলেন- كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ "কখনও না, এটা তো উপদেশ মাত্র (সূরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪: ৫৪)।" 'তাযকিরাহ' অর্থ উপদেশ। সে জন্য বলা হয়- إنَّ القرآن تذكيرٌ للخلق ''নিশ্চয়ই কুরআন সৃষ্টিজগতের জন্য উপদেশস্বরূপ (আল-ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল 'আযীয, খ. ১ম, পৃ. ১০৬২)।'' কাতাদাহ (রা.) বলেন- ''এখানে তাযকিরাহ (تذكرة) দ্বারা আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে (জামে'উল বায়ন, খ. ২৪তম, পৃ. ৪৪)।'' কুরআনে বিভিন্ন উপদেশ এবং অতীত জাতিসমূহের বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে বিধায় একে 'তাযকিরাহ'ও বলা হয়।

৫৯. **'উরওয়াতুল উসকা'** (عُرْوَةِ الْوُثْقَى): আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى "সে মজবুত হাতল ধারণ করলো (সূরা লুকমান, ৩১: ২২)।" 'উরওয়াতুল উসকা' অর্থ মজবুত হাতল। আনাস ইব্ন মালেক (রা.) বলেন- ''এখানে 'উরওয়াতুল উসকা' দ্বারা আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে (তাফসীরু আল-কুরআনিল 'আযীম, খ. ২য়, পৃ. ৩৬৮)।'' সঠিক পথে থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য এ কুরআনই হচ্ছে শক্তিশালী অবলম্বন। তাই একে 'উরওয়াতুল 'উসকা' নামেও অভিহিত করা হয়।

৬০. **রিযকুর রাব্ব** (رِزْقُ رَبِّكَ): আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى "আপনার প্রতিপালকের রিযকই উত্তম ও স্থায়ী (সূরা ত্বাহা, ২০: ১৩১)।" কোনোকোনো তাফসীরকারকের মতে এখানে 'রিযকুর রাব্ব' দ্বারা কুরআনকে বোঝানো হয়েছে (আল-বুরহান, খ. ১ম, পৃ. ১২৮)। ইমাম আস-সাখাবী (রহ.) বলেন, এর অর্থ হলো-

يعنى ما رزقك الله من القرآن خير مما رزقهم من الدنيا

''আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কুরআনের যে রিযক দান করেছেন, তা তাদেরকে দুনিয়ায় যে রিযক দান করেছেন তার চেয়ে অনেক উত্তম (প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ২৮১)।"

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন জানা, পড়া এবং এর হুকুমসমূহ বাস্তব জীবন 'আমল করা প্রত্যেক জ্ঞানবান মানুষের দরকার। আল্লাহ তা'আলা পড়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ "পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (সূরা আল-'আলাক: ০১-০৫)।" জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন- هَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ''বলুন, যাদের 'ইল্‌ম আছে আর যাদের 'ইল্‌ম নাই তারা কি সমান হতে পারে? (সূরা যুমার: ৯)।'' 'ইল্‌ম তথা জ্ঞান অর্জনকারীর মর্যাদা প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

يَرْفَعُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْ العِلْمَ دَرَجَاتٍ

''তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছো এবং যাদের 'ইল্‌ম দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদায় উন্নত করবেন (সূরা মুজাদিলাহ: ১১)।'' রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الجَنَّةِ ''যে ব্যক্তি 'ইল্‌ম হাসিলের উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন (হাদীস নং- ৩১৫৭, পৃ. ৫১৩)।'' রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন- ''ইলম অর্জনকারীর জন্য ফিরিশ্‌তাগণ তাঁদের

জন্য পাখা বিছিয়ে দেন (মাজামা'উয যাওয়াইদ, খ. ১ম, পৃ. ১৩১)।'' তিনি আরও বলেন- ''ইল্‌ম অর্জনকারী আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করবে (পূর্বোক্ত)।'' অপর হাদীসে বলেন- ''শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই সাওয়াবের অধিকারী (জামি'উ বায়ান, খ. ১ম, পৃ. ২৮)।''

মোটকথা, উপরোক্ত কুরআনের নামসমূহ দ্বারা প্রমাণীত যে, কুরআন সম্পর্কে জানা, পড়া এবং এর হুকুমসমূহ বাস্তব জীবন 'আমল করলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুপথ পাবে।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা সুস্পষ্ট ও নির্দিধায় এ কথা বলতে পারি যে, কুরআনের নামসমূহের মধ্যে অধিকাংশই এ পবিত্র গ্রন্থের গুণবাচক বা বিশেষণ মাত্র। এর প্রত্যেকটি নামই কুরআনের এক-একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও গুণের পরিচয় বহন করে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী এ বিশেষণগুলোকে নাম ধরে নিয়ে এর নামের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন। মূলত আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে প্রসিদ্ধ পাঁচটি নাম হলো, আল-কুরআন, আল-ফুরকান, আল-কিতাব, আত-তানযীল ও আয-যিকর। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে আল-কুরআন। আল-কুরআনের প্রায় ৬১ জায়গায় নিজের কালামকে আল্লাহ তা'আলা 'কুরআন' নামে উল্লেখ করেছেন। কুরআন এ পৃথিবীর সমগ্র মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক। যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান (সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী) নাযিল করেছেন। তাই কুরআন হক ও বাতিল, মু'মিন ও মুনাফিক এবং মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে এবং মানব ইতিহাসের প্রতিটি যুগের ও কালের এবং অনাগত ভবিষ্যতের হিদায়েতকারী। পৃথিবীর সমাপ্তিকাল পর্যন্ত তা মানুষকে সঠিক, নির্ভুল ও সরল পথ দেখাবে। তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে ''আল-কুরআনের নামসমূহ ও নামকরণের কারণ: তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'' শীর্ষক প্রবন্ধটি ইলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র

০১. আহ্‌মদ ইব্‌ন 'আলী আল-মাক্কী আবী বকর আর-রাযী আল-জাস্‌সাস আল-হানাফী: ***আহ্‌কামুল কুরআন***, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

০২. ড. সুবহী আস-সালিহ: ***মাবাহিসু ফী 'উলূমিল কুরআন***, বৈরূত: দারুল 'উলূম লিল মালা'ঈন, ১৯৯০।

০৩. কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইব্‌নু আহমদ (৬৭১হি): ***আল-জামিয় লি-আহকামিল কুরআন*** (তাফসীরে কুরতুবী), কায়রো, দারুশ শা'ব, ১৩৭২ হি.।

০৪. 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী বকর, জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী: ***আল-ইতকান ফী 'উলূমিল কুর'আন***, পাকিস্তান: দারু নাশরিল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, লাহোর, তা. বি।

০৫. 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী বকর, জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী: ***আদ্‌দুররুল মানসূর ফীত তাওয়ীলি বিল-মাসূর***, প্রকাশনা অনুল্লেখ. তা.বি।

০৬. আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্‌-সিজিস্তানী: ***সুনানু আবী দাউদ***, কলকাতা: আসাহ্‌হুল মাতাবি', তা.বি।

০৭. ইমাম বাইহাকী, আবূ বকর আহ্মাদ ইব্ন হুসাইন: ***শু'আবুল ঈমান***, ১ম প্রকাশ, বৈরূত: দারুল হুসাইন কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.।

০৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযাইমাহ: ***আস-সহীহ্***, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা. বি।

০৯. 'আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন 'আলী আয-যাইদ: ***মুখতাসারু তাফসীরুল বাগভী***, রিয়াদ: দারুস সালাম লিন-নশর, ১৪১৬ হি.।

১০. মুহীউস সুন্নাহ আবূ মুহাম্মদ ইব্ন মাস'উদ আল-বাগভী: ***মু'আলিমুত তানযীল***, দারু তায়্যিবাতি লিন্নশর ওয়াত তাওযী, ১৯৯৭ খ্রি./১৪১৭ হি.।

১১. ড. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল মুহসিন আত-তুরকী: ***আত-তাফসীরুল মাইসার***, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

১২. আবূ হায়ান মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন 'আলী ইব্ন ইউসুফ ইব্ন হায়্যান: ***তাফাসীরু আল-বাহরিল মুহীত***, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১২/১৯৯২।

১৩. আবূল ফেদা ইসমা'ঈল ইব্ন 'উমর ইব্ন কাসীর: ***তাফসীরু আল-কুরআনিল 'আযীম***, ***(তাফসীরে ইব্ন কাসীর***), ২য় সংস্ক., দারু তায়্যেবাতি লিন্ নশর, ১৪২০/১৯৯৯।

১৪. 'আল্লামা আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, মুহাম্মদ ইব্ন জারীর ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন কাসীর ইব্ন গালীব আল-আমালী: ***আল-জামি'উল বায়ান ফী তাবীলুল কুরআন***, ১ম. সংস্ক. মুয়াস্সিসাতুর রিসালাহ, ২০০০/১৪২০।

১৫. আবুল হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন 'উমর আশ-শায়হী খাযেন: ***লুবাবুত তাবীল ফী মা'আনিত তানযীল***, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

১৬. আবুল কাসিম মাহমূদ যামাখশারী: ***আল-কাশশাফ 'আন হাকা'ইকিত তানযীল***, কলিকাতা: ১৯৫৬।

১৭. ইব্ন 'আসূর: ***আত্ তাহযীর ওয়াত তানওয়ীর***, খ. ১৪তম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

১৮. আবুস সা'উদ মুহাম্মদ, আল-'ইমাদী: ***আত-তাফসীর***, দারু ইহয়া'ইত তুরাসিল 'আরাবী, বৈরূত: তা.বি।

১৯. ইব্ন 'আবদিল বার, আবী 'উমর: ***জামি'উ বায়ানিল ইল্ম ওয়া ফাদলাহু***, মিশর: ইদা'রাতুল মাতবা'আতিল মুনীরিয়্যাহ, তা.বি।

২০. জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও জালালুদ্দীন মাহাল্লী: ***তাফসীরু জালালাইন***, লাহোর: কাশ্মিরী বাজার, তা.বি।

২১. আশ-শাওকানী, মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ: ***ফাতহুল কাদীর***, বৈরূত: দারুল মা'আরেফাহ, তা.বি।

২২. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ: ***'উলূমুল-কুরআন***, রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া, ১৪১১, ২০০১ খ্রি.।

২৩. বাদরুদ্দীন মুহাম্মদ যারাকশী: ***আল-বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআন***, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

২৪. মুহাম্মদ সুলায়মান সালমান মানসূরপুরী: ***রাহমাতুল লিল 'আলামীন***, দিল্লী: ই'তিকাদ পাবলিসিং হাউস, ১৯৮০ খ্রি.।

২৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী': ***মা'আরিফুল কোরআন***, অনুবাদ ও সম্পাদনা: মাও. মুহী উদ্দীন খান, মদীনা মুনাওয়ারাহ: খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.।

২৬. সালেহ 'আলী আল-'উদ ও অন্যান্য: ***তাহরীমু কিতাবাতিল কুরআন***, আল-মামলাকাতুল 'আরাবিয়্যাহ আস-সা'উদিয়্যাহ, ১৪১৬ হি.।

২৭. 'আলী ইব্ন আহ্মদ আল-ওয়াহেদী আবুল হাসান: ***আল-ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল 'আযীয***, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

২৮. হুসায়ন ইবনু মুহাম্মদ আর-রাগিব ইস্পাহানী: ***আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন***, করাচী: কারখানায়ে তেজারতে কুতুব, তা.বি।

২৯. Hitti, Philip K, ***History of the Arabs***, (Newyork: Martinis Press, 1968.